যুগান্তর

তারিখ 10 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এবারও ভার্সিটিতে শিক্ষার্থী নেয়া হবে

জিপিএ'র মান অনুযায়ী ভর্তি হতে পারে ২০১০ সাল থেকে

যুগান্তর রিপোর্ট

এবারও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে ২০১০ সাল থেকে এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর জিপিএ'র মান অনুযায়ী ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। মঙ্গলবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে শিক্ষা উপদেষ্টার বৈঠকে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি নিরসন এবং আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য বেশকিছু বিষয়ে উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনায় ঐকমত্য হয়েছে। তারা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে রীতিমতো 'ভর্তিযুদ্ধ' চলে। আর এই ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার। যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি মৌসুমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এক ধরনের বাণিজ্যে নামে। যেখানে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজসহ বিভিন্ন অনুষদ আলাদাভাবে ফরম বিক্রি করে ভর্তি কার্যক্রম সহজ ও অর্থ-সময় সাশ্রয়ী করতে পারে, সেখানে রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগওয়ারী ফরম বিক্রি করে। ফলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা আর্থিক-মানসিক-শারীরিক নানাভাবে হয়রানির শিকার হন। মাসের পর মাস চলে যায় ভর্তি পরীক্ষায়। আর ফরম বিক্রি কবেও নেয়া হয় ভার্সিটি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

ভার্সিটি : ভর্তি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মোটা অংকের টাকা।

এসব বিষয় সামনে রেখে মঙ্গলবার ২৭ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নিয়ে বৈঠক করেন শিক্ষা উপদেষ্টা। তিনি বলেন, বিভাগওয়ারি ভর্তি পরীক্ষাকে সরকার নিরুৎসাহিত করে অনুষদওয়ারি পরীক্ষাকে প্রাধান্য দিতে চায়। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ সুসমন্বয় করতে হবে। ফরমের দামও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা হবে।

ব্রিফিং শেষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে মোট ৫০ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়ে থাকে। অদূর ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষা তুলে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ বৈঠকের ব্যবস্থা। তিনি বলেন, যদি ভর্তি পরীক্ষা না নিয়ে করা যায়, সে ক্ষেত্রে কিভাবে করা হবে তাই আলোচনা হয়েছে। এবার এবং আগামী বছর সম্ভব না হলেও ২০১০ সাল থেকে জিপিএ'র মান অনুযায়ী ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে বলে ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান।

তিনি বলেন, সভায় বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস্টার (গুচ্ছ) পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে আলোচনা হয়। এক্ষেত্রে সব মেডিকেলে যেমন একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তেমনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও নেয়া হবে। সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় যাতে একসঙ্গে পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারে। এক্ষেত্রে বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আলাদা পরীক্ষার ব্যাপারে মত দিয়েছে বলে জানান ইউজিসি চেয়ারম্যান।